চারুচিত্র নিবেদিত

সৌমিত্র

অনিল

সুমন্ত

শতাব্দী

প্রসেনজিৎ

নির্মলকুমার

মনোজ মিত্র

ভীষ্ম গুহঠাকুরতা

অভিনীত

তপন সিংহর ছবি

আতঙ্ক

ইস্টম্যানকলার

আতঙ্ক

অন্ধকার বৃষ্টির রাতে ছাত্র পড়িয়ে ফেরার পথে অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক, ৬৫ বছরের বৃদ্ধ মাস্টার মশাই অজান্তেই একদল সমাজবিরোধী যুবকের সম্মুখীন হন এবং আপন বন্ধুপুত্রের হত্যাকাণ্ড চোখের সামনে সংঘটিত হতে দেখেন। সভয়ে তিনি আবিষ্কার করেন খুনী তারই এক সময়ের ছাত্র মিহির, ছাত্রাবস্থায় যার ভবিষ্যৎ খুবই সম্ভাবনা-পূর্ণ ছিল।

"আপনি কিছুই দেখেননি" মাস্টারমশাইকে সাবধান করা হয়।

সেই রাতের অভিজ্ঞতায় ভয়ে, নিরাশায় মাস্টারমশাইয়ের চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। বাড়ি ফেরার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ছেলে সুবিনয় এবং মেয়ে সুব্রতার বারংবার উদ্বিগ্ন প্রশ্ন সত্ত্বেও তিনি অস্বাভাবিক কোনো কিছুই ঘটেছে বলে মানতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন।

পরদিন মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। ধীরে ধীরে ঘটনাস্থলে এক বিশাল কৌতূহলী জনসমাবেশ ঘটতে থাকে। ভীড়ের মধ্যে মাস্টারমশাই মিহিরকে আবিষ্কার করেন এবং তার মুখের প্রচ্ছন্ন নিষ্ঠুরতায় অত্যন্ত আতঙ্কিত হন।

রাজনীতির নামে যে, সন্ত্রাসবাদ নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তা মাস্টারমশাইকে এক সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সামনে এনে দাঁড় করায়। একদিকে বিবেকের দংশন, অন্যদিকে ছেলেমেয়ের হিতাহিত চিন্তা তাকে পীড়িত করতে থাকে।

কয়েকবারই তিনি পুলিশের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন এবং প্রতিবারই তা ব্যর্থ হয় নতুনভাবে ভীতিপ্রদর্শনের দ্বারা।

ইতিমধ্যে মিহির নিরাপত্তার দাবি নিয়ে তার পৃষ্ঠপোষক এম. এল. এ-র দ্বারস্থ হয় কিন্তু তিনি কোনো হত্যাকারীর সঙ্গে নিজের নাম জড়িত করতে চান না বলে তার আবেদন নাকচ হয়।

মিহির এই বিশ্বাসঘাতকতায় অত্যন্ত মর্মাহত হয় এবং ক্রমশঃ অনুভব করতে পারে সে এক ভয়ঙ্কর চক্রান্তজালে জড়িয়ে পড়েছে।

মাস্টারমশাই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে দলের একজন সদস্য হেবো. একদিন সুব্রতা বাড়ি ফেরার সময় মিনিবাস থেকে নামলে তাকে আক্রমণ করে বসে। ঐ সময় প্রবীর নামে এক যুবক তার সাহায্যে এগিয়ে আসে ও ফলস্বরূপ ছুরিকাহত হয়। ঘটে রোম্যান্সের ভাবনার সূত্রপাত।

বুকে বল নিয়ে মাস্টার মশাই আবার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে উদ্যোগী হন। এবারে তার ফল হয় মারাত্মক। সুবিনয় আক্রান্ত ও প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত হয়। এরপর বৃদ্ধ মাস্টারের সামনে একটাই পথ খোলা থাকে, পুলিশকে জানানো। কিন্তু সে পথেও তিনি পান এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার সন্ধান ... . — ।

30-10-86

চারুচিত্র নিবেদিত

আতঙ্ক

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ, সঙ্গীত ও পরিচালনা

তপন সিংহ

চিত্রগ্রহণ	শব্দগ্রহণ	সম্পাদনা
কমল নায়েক	দুর্গা মিত্র	সুবোধ রায়

শিল্পনির্দেশ	রূপসজ্জা	সহযোগী পরিচালনা
অশোক বসু	গৌর দাস	বলাই সেন